দৈনিক জনকণ্ঠ

22

তারিখ ... 09 OCT. 1995 ... ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

রাজশাহী ভার্সিটির দুর্নীতি অনিয়ম অব্যবস্থা

# ডিগ্রী পরীক্ষার এক বছর পরেও ফল বের হয়নি ॥ ২০ হাজার ছাত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিত

**অমল সাহা,** *খুলনা অফিস*

দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থার কারণে পরীক্ষা গ্রহণের প্রায় এক বছর পরেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়নি। ফলে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৯২ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ বছরের ক্যাজুয়াল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সর্বশেষ সুযোগ দেন এবং ১৯৯৪ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিএ, বিকম, বিএসসি ও বিএসএস বিভাগে ২০ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফল ঘোষিত না হওয়ায় তারা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।

সূত্র জানায়, এক শ্রেণীর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

## ডিগ্রী পরীক্ষার

(প্রথম পাতার পর)

পারস্পরিক যোগসাজশে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টেম্পারিং করে (ঘষে) অনেক পরীক্ষার্থীর মার্কশীটের নম্বর পরিবর্তন করেন। এছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রের বেশ কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর খাতার 'কভার পেজ' ঠিক রেখে নতুন করে লেখা উত্তরপত্র ভিতরে সংযোজন করা হয়। ফল প্রস্তুতের প্রাক্কালে এসব ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা তদন্তের জন্য পৃথক দু'টি কমিটি গঠন করলেও এ পর্যন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়নি। জানা গেছে, নিয়মানুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটি রয়েছে। কিন্তু তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে 'বিশেষ' দু'টি কমিটিকে। এই কমিটি দুর্নীতিবাজদের রক্ষার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধতন এক কর্মকর্তার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি টেম্পারিং ও উত্তরপত্র বদলানোর অভিযোগের কথা স্বীকার করেন এবং অচিরেই ফল ঘোষণা করা হবে বলে জানান।